দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 29 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

বাংলাদেশ কি মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে?

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক উদ্যোগ কেন?

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিপর্যয়ের পর এবার এনজিওরা তৎপর হয়ে উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবীতে। কবি শামসুর রাহমানের বাড়ীতে হামলার অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালেবান হিসাবে চিহ্নিত করার পর কিছু এনজিও এবং সরকার সমর্থক একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তারস্বরে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবী করছেন। ইতিমধ্যে তালেবান প্রশিক্ষণসহ ইত্যাদি অভিযোগে বিভিন্ন মাদ্রাসায় পুলিশী অভিযান চালানোর ফলে অনেক মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে। বহু মাদ্রাসা থেকে পুলিশের ভয়ে হাজার হাজার মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষক

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক উদ্যোগ কেন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আত্মগোপন করেছে।

কবি শামসুর রাহমানের বাড়ীতে হামলার ঘটনা থেকে যেভাবে দৃষ্টি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দিকে নিবদ্ধ করা হয়েছে; তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। যেসব বুদ্ধিজীবী যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের নিষ্ঠুর দাবী করেছেন; সেই মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ক্ষমতাসীন দলের নীতি-নির্ধারকদের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা। ফলে এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এটা নিছক কিছু বুদ্ধিজীবী ও এনজিও'র দাবী নয়; এটা সরকারেরই একটি সুদূরপ্রসারী নীল-নক্সার অংশ। সেটা আরো প্রমাণিত হয় পুলিশী বেপরোয়া তৎপরতার মাধ্যমে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, পুলিশ ইতিমধ্যে তালেবান বলে যাদের গ্রেফতার করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছেন তাবলীগ জামাতের লোক। সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় তাবলীগ জামাতের লোকদের টার্গেট করা হল। এর ফলে দেশী-বিদেশী তাবলীগ জামাতের

লোকেরা আতংকিত হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন যে, সরকার কেবলমাত্র ইসলামী মনোভাবাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক দেশটিতে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে চাচ্ছে। এ সবের লক্ষ্যই হচ্ছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব ও ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করা।

অভিজ্ঞ মহলের অভিমত হচ্ছে ঃ বাংলাদেশের জনগণ কখনোই অন্য ধর্মের লোকদের উপরে কিম্বা অন্য ধর্মের কোন প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে; তার কোন নজির নেই। অথচ বর্তমান সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেশ ভারতে ক্ষমতাসীন রয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক দল এবং এই দলটিরই অনুসারী শীবসেনা, বজরঙ্গ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্প্রতি ভারতের যৎসামান্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জায় আক্রমণ চালিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, হত্যা করছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের। ১৯৯০ সালে তারা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে। এখন সে স্থানে মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়া তারা হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত

করেছে। বাংলাদেশের কোন মাদ্রাসার ছাত্ররা এমন কোন ঘটনা ঘটিয়েছে কি? না, তার কোন প্রমাণ নেই। এসব সত্ত্বেও ভারত সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে গেল, আর বাংলাদেশের জনগণ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হয়ে গেল তা কি ভাবা যায়?

এদিকে সমাজের সচেতন মহলকে একটি বিষয় ভাবিয়ে তুলেছে যে, সরকার কেন মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে এত নিষ্ঠুর, নির্মম ও অমানবিক অচরণ শুরু করেছে? এদেশের সকল মানুষই খুব ভালো করে জানেন যে, এদেশের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানরাই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। এদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছে এতিম সন্তান যাদের পিতা-মাতা নেই। এসব নিঃস্ব ও সম্বলহীন মানুষের সন্তানরাই লিল্লা বোর্ডিংয়ে থেকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। আর মাদ্রাসাগুলো চলে মূলত সমাজের বিত্তশালী মানুষের দয়া, দান ও খয়রাতের উপর। ফলে মাদ্রাসা পড়ুয়া কোন ছাত্র সমাজে কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্পর্ধা পায় না। বলা যায় সমাজে এরা হচ্ছে করুণার শিকার একদল নতজানু ও নিরিহ জনগোষ্ঠী। রাজপথে প্রকাশ্যে ভয়ংকর অস্ত্রহাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য উদ্যত হতে তো কোন মাদ্রাসার ছাত্রকে দেখা যায়নি। তাহলে হঠাৎ কেন ক্ষমতাসীন সরকার ও তার অনুসারীরা মাদ্রাসা শিক্ষা কিংবা মাদ্রাসা ছাত্রদের উপর এই নিষ্ঠুর তৎপরতা শুরু করলেন? সরকার যদি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার জন্য এ ধরনের চক্রান্ত করে থাকেন, তাহলে এতে সরকারের কি

কোন লাভ হবে? বরং এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকার মূলত বাংলাদেশের চিরকালীন অসাম্প্রদায়িক সমাজে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিচ্ছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন।

অবশ্য এদেশের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করছেন যে, ভারত ও পশ্চিমা দেশসমূহকে খুশি করার জন্য মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই এসব তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে প্রতি বছরই বহু খ্যাতিমান আলেম-ওলামা বাংলাদেশে আসেন এবং তাদের সংস্পর্শে গিয়ে এদেশের মুসলমানরা ধর্মীয় দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হন। এছাড়াও প্রতি বছর বহু তাবলিগ জামায়াতের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসেন ইসলামী দাওয়াত দেয়ার জন্য। আর এসব ইসলামী চিন্তাবিদরা কখনোই কোন রাজনৈতিক দল বা জিহাদের সঙ্গে জড়িত নয়। ফলে এই শ্রেণীর উপর হামলা চালিয়ে মূলত বিভিন্ন মুসলিম দেশের আলেম-ওলামাদের বাংলাদেশে আসার পথকে রুদ্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যেই কি সরকার এ ষড়যন্ত্র শুরু করেছে? যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতার পথ রচনা করা। অন্যদিকে বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো এখনো চলে বৃটিশ প্রণীত কারিকুলাম অনুসারে। এই কারিকুলামের লক্ষ্য ছিল বৃটিশের অনুগামী একদল আলেম সৃষ্টি করা। এই কারিকুলামে জেহাদের শিক্ষার অবকাশ নেই। তাই বাংলাদেশের মাদ্রাসার ছাত্ররা ঐ করিকুলাম অনুসরণ করে আফগানিস্তানের মত জিহাদী তালেবান হয়ে গেছেন, তা কি ভাবা যায়?